প্রত্যাশার ফিরিস্তি !

নন্দিনী হোসেন

২৩ এপ্রিল ২০০৭

(নীচের লেখাটির প্রায় সবটাই লেখা হয়েছিল কয়েক সপ্তাহ আগে, নিজের প্রত্যাশার কিছু ফিরিস্তি নিয়ে বসেছিলাম বর্তমান সরকারের কাছে। কিন্তু নানামুখী কাজের চাপে লেখাটি শেষ করা যাচ্ছিল না। আমার এরকম প্রায়ই হয়। অনেক বিষয়েই মাঝে মাঝে বেশ কিছুটা লিখে ফেলে রাখি। তারপর এক সময় নিজেই ভুলে যাই। অথবা বিষয়টি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। তাই আর শেষ করা হয় না! যাই হোক। বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতেও এর মধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে – যোগ হয়েছে নানা উপাদান। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও মনে করি লেখাটি প্রাসংগিকতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি, আগের লেখাটির সাথে তাই আরও কয়েকটি লাইন যোগ করা হলো। আমার বক্তিগত মত হলো, এখন সময়টা হচ্ছে চোখ-কান খোলা রেখে আবেগের আতিশয্য প্রকাশের রাশ কিছুটা টেনে ধরা,প্রয়োজন কিছুটা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির নির্মান!)

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চাহিদার যেনো এখন আর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ফর্দ ক্রমেই আকাশ ছুঁয়েছে। যা ছিল এতোদিন, সবই ঠোঁটাফাটা ! এই দিকে টানলে, ওই দিক উদোম হয়ে পরে ! কিভাবে যে এতদিন এই দেশটা চলছিল, তা ভেবেই আক্কেল গুরুম হয়ে যাচ্ছে। এই সরকার ক্ষমতা হাতে নেওয়ার দিন থেকে, আজ পর্যন্ত যে সব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এই দেশটা এতদিন আক্ষরিক অর্থেই জিম্মি ছিল- কিছু লুটেরা দস্যুদের হাতে। যে জাতি মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছিল নিজেদের স্বাধীনতা,যাদের আছে অসম সাহসের এক গর্বিত ইতিহাস - মাত্র ছত্রিশ বছরেই সেই দেশকে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে রাজাকাররা শুধু বুক ফুলিয়েই বেড়ায়নি, দখল করে নিয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্র পর্যন্ত ! জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা অনাচার, অনিয়মে আকণ্ঠ ডুবে থেকে, তাকেই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিল এ দেশের অসহায় মানুষগুলো। মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও ছিলনা অবশ্য ! সামনে কোন পথ খোলা ছিল না বলে, মুখ বুজে সব সহ্য করেছিল এতোদিন । স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের কাছে চির বঞ্চিত, প্রতারিত মানুষগুলোর চাহিদার ফর্দ বেড়েই চলেছে। প্রায় সবার মুখে মুখে তাই এখন একটিই কথা ধ্বনিত হচ্ছে, 'এখনই সময়' ! এতদিন আমরা যে সব কথা বলতে পারিনি, আমাদের মুখ যেভাবে বন্ধ ছিল, বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, আজ যেনো তা বাঁধ ভেঙ্গে একসাথে হুড়মুড় করে বেড়িয়ে আসতে চাইছে !এই সুযোগের সদ্ব্যবহার এখন আমরা করতে চাই

পুরোমাত্রায় । আরেকবার যদি এই ট্রেন আমাদের পথের ধারে রেখে চলে যায়, তাহলে,আরও কত শত বছর যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, তা কে জানে ! আমি এখানে কয়েকটিমাত্র আমার প্রত্যাশার কথা তুলে ধরছি। আমার নিশ্চিত প্রত্যয়, এ চাওয়াগুলো শুধু আমার নয়, আমার মতো আরও অনেকের।

‘শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড ’ বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। কথাটি যে খুবই সত্য, তা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। তারমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি শিশুর আগামীর ভিত। এই সময়টাতেই একটা শিশুকে যা শিক্ষা দেওয়া হয় - পরিবারে অথবা স্কুলে, তা গভীর ভাবে সারাজীবনের জন্য প্রোথিত হয়ে যায় শিশুটির মনে, মগজে। স্কুলের প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে আসে মাধ্যমিক স্তর। এই সময় শিশুটি আর শিশু থাকে না। কৈশোরে পা দেয়। এই সময়টা এমনি যে, তার আশপাশের জীবন এবং জগৎ কে জানার এক উদগ্র কৌতুহল জন্ম নেয়। মানব মনের চিরায়ত জানার আখাংকা থেকে গোগ্রাসে সে গ্রহন করতে থাকে ভালো-মন্দ সবকিছুই। এসব কথা বলার কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তা ঢেলে সাজানোর বোধ হয় এখনই সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এই অসার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এত কথা বলা হয়ছে,লেখা হয়েছে, কিন্তু আগের সরকারগুলো তার কিছুই কানে তুলেনি। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থই দেখেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে মাত্র ছত্রিশ বছর, এখনও সেদিনের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের মাঝে বিচরণ করছেন জ্বলজ্বলে তারার মতো - তারপরও সেই যুদ্ধের ইতিহাস এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে, যা শুধু জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জাস্করই নয়, মানসিক ভাবে চরম দেউলিয়াত্বের ও পরিচয় বহন করে। যে সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে,তারাই বদলে দিয়েছে এদেশের অনন্ত গৌরবের উৎস, স্বাধীনতার ইতিহাসটিকেই। এতে সবচেয়ে যে বিষয়টা জঘন্য হয়েছে তাহলো, শিশু, কিশোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশের ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তিবোধ। যেটা কখনই কাম্য ছিল না। আমি জানি না এমন কোন দেশ আছে কিনা বর্তমান বিশ্বে, যেখানে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে দেশের পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসও বদলে ফেলা হয় ! আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল - যেখানে একটি শিশু বেড়ে উঠে খন্ডিত এবং ভুল শিক্ষা নিয়ে। যা একটি জাতির মনন গঠনের জন্য কখনই কাম্য নয়। গত চারদলীয় জোট সরকার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সবদিক থেকেই। ইতিহাস বিকৃতির মাত্রা কোন নিয়ম নীতিরই তোয়াক্কা করেনি। বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাস লিখতে হলে সবার আগে যাঁর নাম আসবে সেই বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম এমন ভাবে মুছে ফেলা হয়েছে, যা যে কোন বিচারেই চরম ধিকৃত ও গর্হিত অন্যায় বলে গণ্য হবে। ইতিহাস তার আপন নিয়মেই একদিন এই সব অন্যায়ের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে - যার যার অবস্থান অনুযায়ীই স্থান দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর আমাদের সেনা প্রধানের সামপ্রতিক বক্তব্যে এ জাতি আশ্বস্তবোধ করেছে নিঃসন্দেহে। জাতির পিতা হিসেবে মুজিবের স্থান ইতিহাসে নির্ধারিত হয়েই আছে, কেউ মুখে স্বীকার করুক আর না করুক। ইতিহাসের শত বিকৃতিও তা রোধ করতে পারেনি, পারবেনা। এটাই সত্য। এটাই ধ্রুব।
যাই হোক। চারিদিকে এতো কাজেই যখন বর্তমান সরকার হাত দিয়েছেন, বাংলাদেশের শিক্ষা

ব্যবস্থা পরিবর্তনেরও এখনই উপযুক্ত সময়। বিশেষত মৌলিক কিছু বিষয়ে । আর কিছু না পারলে অন্তত স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে টানাহেঁচড়ার মানসিক বিকৃতিটা যেন আইন করে বন্ধ করা হয়। সেই সাথে অবশ্যই দেশের সঠিক ইতিহাস পাঠ্য-পুস্তকে পুনঃস্থাপন করে - এমন আইন করা হোক, যে এই দেশের কোমলমতি শিশুকিশোর দের বিকলাংগ ইতিহাস শিখানের ধৃষ্টতা, আর যেনো কখনও, কোন দলীয় সরকার দেখাতে না পারে ! আমাদের ভবিষৎ প্রজন্ম যেনো, যার যার মেধা-মনন অনুসারে দেশের সঠিক ইতিহাস-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের বুকে। তাছাড়াও আরও কিছু জরুরী বিষয়েও আমাদের এখনই একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ,পঁচাত্তরের খুনীদের যেভাবেই হোক, এরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, এদের যেনো সর্ব শক্তি নিয়োগ করে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। জাতি হিসেবে এ পাপ ভার আমরা আর বহন করতে পারছিনা ! প্লীজ !

ধর্ম ব্যবসায়ীদের রাজনীতি বন্ধ করাও অতীব জরুরী কাজের একটি। কারণ এরা, বিশেষ করে জামায়াত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দলই শুধু নয় - পাকিস্তানীদের সাথে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হত্যাযজ্ঞে সামিল হয়েছিল ইসলাম রক্ষার নামে ! বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করেছিল দেশকে মেধাশুন্য করার লক্ষ্যে ! যুদ্ধাপোরাধী হিসেবে অবশ্যই এদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার। এটাও আজ সময়ের অন্যতম প্রধান দাবী। নিজামী,সাঈদীদের রাজনীতি এ দেশের মাটিতে আমরা আর দেখতে চাইনা ! তাছাড়া, এখনও প্রায় প্রতিদিনই খবর বের হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে মৌলবাদী জঙ্গী ধরা পরার কাহিনী। এসব যে মিথ্যা, বা কল্পকথা নয়,তা তো আমরা মাঝে মাঝেই প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর কল্যাণে সচক্ষে দেখতে পাই। ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের, নানা পরিকল্পনার ’বয়ান’ তাদের নিজমুখে শুনে ভীরমি খেতে হয় ! এইসব জংগীবাদীদের দমন করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ করার বিকল্প নেই !শিক্ষার নামে এই সব কু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি দেশের জন্য এই যুগে কেনো যে এতো জরুরী - তা বুঝতে সত্যি আমি অক্ষম ! মাদ্রাসাগুলো এক একটি ’কূ-শিক্ষার আখড়া ! নিদেন পক্ষে এই সব ’আখড়া’ গুলোকে এমন ভাবে ঢেলে সাজানো দরকার, যেখানে দেশের মেইনষ্ট্রীম শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রাধান্য পায়। যেখানে সব ধর্মের মানুষ ভর্তি হতে পারে। মোল্লাদের এক চেটিয়া মনোপলি যেন ভেঙ্গে দেওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোকেরা যেন সেখানে শিক্ষক হিসেবে চাকুরী পায়! আরেকটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়, এবারের পয়লা বৈশাখ পালন আমাদের আশান্বিত করেছে, উজ্জীবিত করেছে দারুন ভাবে। এই দেশে ধর্মের নামে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া তালেবানী সংস্কৃতি চালানো যাবে না কিছুতেই। এই ভু-খন্ডের হাজার বছরের বাঙ্গালী সত্ত্বা, বাঙ্গালী সংস্কৃতি, যা সুযোগ পেলেই হুড়মুড় করে প্রবলভাবে উচ্চকিত হয়ে উঠে, যা কোন আরোপিত কৃত্তিমতার শৃংখলেই বেধে রাখা যায় না। আমাদের আশা হারানোর আসলে কিছু নেই। যদিও আমরা বারে বারেই পথ হারিয়েছি, এবার আর কোন অবস্থাতেই সেই পথ হারিয়ে - তালগুল পাকাতে চাই না !

আরেকটা কথা কিছুটা অপ্রাসংগিক হলেও বলি, যেহেতু বিষয়টা আমাকে ভীষণই পীড়া দেয়। মাথার ভিতর নানা সময়ই ঘুরে-ফিরে আসে। নিজেকে নিজে নানা প্রশ্ন করি, উত্তর খুঁজে পাইনা। আমরা জানি, যে কোন নাগরিকের অধিকার আছে, তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার। কারো সেটা ভালো লাগতে পারে, কারো হয়তো লাগবে না। কেউ একমত পোষণ করবে, কেউ করবেনা। এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু ,বাস্তবে আমরা কি দেখি? কেউ কেউ ইচ্ছামত ফতোয়া দেয়, রাজাপথে ঝান্ডা উড়ায়, হুঙ্কার ছেড়ে অন্যের মাথার দাম ঘোষণা করে - অথচ রাষ্ট্র, বলা ভালো সরকার সেখানে চুপ করে থাকে ! দেখেও দেখে না ! অথচ একজন নীরিহ লেখক, যার হাতে জঙ্গীর ঢাল- তলোয়ার শোভা পাওয়ার দূরতম কোন সম্ভাবনাও নেই, তাকেই কিনা দেশ ছাড়তে হয় ! রাষ্ট্রের এই দ্বিচারিতা কোন সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না! অবশ্য,যদি আমরা নিজেদের সত্যিকার সভ্য বলে দাবী করি ! আমাদের তো আবার নানাধরনের বায়নাক্কা আছে ! আমরা নিজেদের গনতান্ত্রিক বলে দাবী করি , কেউ অসভ্য বললে গায়ে ফোস্কা পরে - দেশে জংলী/জঙ্গীরা আছে বললে ভাবমুর্তি নিয়ে চিন্তিত হই ! কিন্তু নীরিহ, ঢাল-তলোয়ার বিহীন সেই লেখককেই বিদেশে জোর করে বিদেয় করে দেই। কাউকেবা হত্যা করা হয় ! কাউকে দেশে ফিরতে না দিয়ে, অসভ্যতার চূড়ান্ত করি, সে ব্যাপারে 'ভাবমুর্তির' কোন মাথা ব্যথা আছে বলে তো মনে হয় না ! আমার প্রত্যাশার ফিরিস্তিতে এই দাবীটাও তাই (নিস্ফল জেনেও!) যুক্ত করতে চাই যে, তসলীমা নাসরীন সহ যারাই বিদেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন, ফতোয়াবাজ মোল্লাদের আস্ফালনে - তাঁদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক ! বিশ্বসভায় প্রমান করা হোক, আমরা আসলেই সভ্য জাতি ! এবং তাতে করে জঙ্গীদের এই ম্যাসেজটাও পোঁছে দেওয়া যাবে যে, এই দেশ সত্যিকারের সভ্য, গণতান্ত্রিক দেশ ! এখানে মোল্লাতন্ত্র, কিংবা পাকিস্তান বা আরব ষ্টাইলের বিধান চালানো যাবে না !

সর্বশেষ যে খবর গুলো জেনে মনটা দমে যাচ্ছে তাহলো, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে না দেওয়া, এবং খালেদাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার চিন্তা ! যা মোটেই শুভ লক্ষন নয়। এতে হীতে বিপরীত ফল বয়ে আনতে পারে। তাঁরা অন্যায় করে থাকলে, তা অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইনে এবং দেশের ভিতরেই বিচার হওয়া উচিত। কেউই আইনের উর্দ্ধে নয় - এই সরকার এই বিষয়টা বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাহলে হাসিনা খালেদার বেলায় নীতি ভিন্ন হবার যুক্তি কোথায়? আমরা পাকিস্তানের কোন নীতি বাংলাদেশে অনুসৃত হোক তা চাই না। যত ভাঙ্গাচোরাই হোক বাংলাদেশে একটা গণতন্ত্র ছিল। দিনের শেষে আমরা উন্নত একটা গনতান্ত্রিক অবস্থাতেই ফিরে যেতে ভীষনভাবে আগ্রহী। বরং বলা ভালো তার জন্যই এতো সাজ সাজ রব, এতো সব আয়োজন ! কোন মতেই আমরা 'বাংলাদেশ' কে 'পাকিস্তান' এর সমাসনে দেখতে চাইনা। সেই লক্ষেই বর্তমান সরকারের সব কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তা হবে বলেই শেষ পর্যন্তও আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই । বাংলাদেশের মানুষ আর যাই হোক, পাকিস্তান ষ্টাইলের কোন কিছুই এ দেশে আমদানী হতে দেবে না !